যুগান্তর

তারিখ 30 MAR 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে

বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পড়া রোধ, ভর্তি হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সব ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করার যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু শিক্ষক সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে ও আর্থিক অনটনে রেখে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। শিক্ষকই হলো শিক্ষার সবরকম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী শক্তি। উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষক পেতে হলে শিক্ষককে আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক বেতন ভাতা না দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। তার সঙ্গে দরকার স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ, বদলী ও মহিলাদের জন্য আবাসন। তুলে দেয়া দরকার সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মাঝে আকাশ-পাতাল আর্থিক ব্যবধান। বেসরকারি শিক্ষকগণ কাজ কম করেন না, কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা ছাগলের খোরাকও পাচ্ছেন না। তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহৃদয় বিবেচনার জন্য কিছু প্রস্তাব পেশ করছি—

ক. শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি বৈষম্য দূর করে আকর্ষণীয় বেতন প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ মেধাসম্পন্ন নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং স্থানীয় ভিত্তিতে পোস্টিং, বদলী ও আবাসনের ব্যবস্থা করা।

খ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির তালিকার সঙ্গে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা। কারণ একই পরিবারের সন্তান বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এবং একই সঙ্গে ছুটি পেলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে এবং বেড়াতে যেতে পারে।

গ. সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিতরণ, পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিল রেখে করা উচিত। পরীক্ষার পরে দুই-একদিন সংরক্ষিত ছুটি দেয়া প্রয়োজন। কারণ পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা স্বঘোষিত ছুটি কাটিয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো সংস্থাকে পরীক্ষাসমূহের সকল প্রশ্নপত্র নিজেরা ছেপে উচ্চ মূল্যে বিদ্যালয়গুলোকে ক্রয় করতে বাধ্য করে।

ঘ. শহর, বাজার, উপশহর ও শিল্প এলাকায় বিদ্যালয়ের পাঠদান সময় সকাল আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত নির্ধারণ করা উচিত। কারণ মধ্যাহ্ন বিরতির সময় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ শিশু বিদ্যালয় ত্যাগ করে থাকে এবং পরিশেষে এরা পশ্চাৎগামী হয় ও ঝরে পড়ে।

ঙ. প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ইউনিয়নের কোটা (৩+৩)=৬টি করা প্রয়োজন এবং বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার আগে হওয়া উচিত। কারণ বার্ষিক পরীক্ষা দেয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ঝোঁক কমে যায় এবং পরীক্ষায় উপস্থিতির হারও হ্রাস পায়।

চ. ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয়ের গৃহ সম্প্রসারণ ও শিক্ষক বৃদ্ধিকরণ এবং শিক্ষক-ছাত্র সংখ্যানুপাত ১ঃ৪০ করা উচিত। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যানুপাত ১ঃ১৩০ রয়েছে।

ছ. শিক্ষক হয়রানিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষকগণ সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। সরকার প্রতিমাসে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। অথচ প্রায়শই তার ব্যত্যয় ঘটে।

জ. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকতার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা ও শিক্ষা প্রশাসক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদানের পুঞ্জীভূত সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হলেন পিটিআই ও ন্যাপের ইনস্ট্রাকটরগণ। তাই তাঁদের মধ্য থেকে বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা উচিত।

ঝ. শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় রোধ করে সেই অর্থ দিয়ে বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনভাতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া যেতে পারে।

মোঃ নুরুজ্জামান,
প্রধানশিক্ষক,
জনকল্যাণ আদর্শ রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।